শিষ্যত্বের বিকাশ

খ্রীষ্টিয় জীবনে অপরিহার্য বিষয় সমূহ

অধ্যয়ন সহায়িকা

ঈশ্বর এবং আধ্যাত্মিক জগৎ

পাঠ ২: শয়তানের রণনীতিসমূহ

পরিচিতি

ঈশ্বর এবং আধ্যাত্মিক জগৎ আখ্যাত শিষ্যত্বের বিকাশ 'মড্যুল'এর একটি অংশ হচ্ছে এই পাঠটি । এই পাঠ্য ধারাটি আধ্যাত্মিক জগতের-যেখানে শুভ ও অশুভ উভয়রই শক্তিরই অবস্থান–বাস্তবতা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে । এই মড্যুলটির চর্চার বিষয় হচ্ছে মন্দের উৎপত্তি, শয়তানের অন্তিম দন্ড, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আধ্যাত্মিক সংগ্রাম এবং ঘাঁটিসমূহের বাস্তবতা, যে রণসজ্জা ঈশ্বর আমাদের সরবারহ করেছেন, শয়তানের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের মহারণকৌশল, সমস্ত কিছুর উপর ঈশ্বরের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ, এবং স্বপ্ন, দর্শন ও দৌত্যসসত্বার মাধ্যমে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের সঙ্গে যে অতিপ্রাকৃত উপায়ে সময়ে সময়ে সংযোগ করে থাকেন ।

শিক্ষার্থীর নির্দেশিকাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে যে কেউ নিজে নিজেই কোন নির্দিষ্ট পাঠে গভীর দৃষ্টিপাত করতে পারেন । শিষ্যত্বের বিকাশ'এর অন্যান্য উপকরণের সহযোগে, যেমন www.debengali.org'এর প্রাপ্য ভিডিও ও অডিও প্রোডাকশান্স, এই পাঠ্যক্রম ব্যবহার করা চলে ।

বাইবেলের পদগুলি বাংলা পবিত্র বাইবেল (কেরী সংকলন) থেকে নেওয়া হয়েছে । কপিরাইট © দ্য বাইবেল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, ২০৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, ব্যাঙ্গালোর – ৫৬০ ০০১

এই সকল বিষয়বস্তু জগতের মানুষের কাছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে যতদিন খুশি ব্যবহার করতে পারেন। সকল বিষয়বস্তুগুলির কপিরাইট ©2019Trans World Radio Canada -র অধিনস্থ। লাইসেন্সর বিষেয় অধিক জানার জন্য দেখুন www.discipleshipessentials.org/licensing

ঈশ্বর এবং আধ্যাত্মিক জগৎ
পাঠ ২: শয়তানের রণনীতিসমূহ

কি উদ্দেশ্য?

আমরা ঈশ্বরের সন্তান বলে আমাদের একজন শত্রু হল শয়তান- ঈশ্বরকে যে কিনা প্রতিরোধ করে থাকে । ঈশ্বরের লোকেদের বিরুদ্ধে শত্রু যে সমস্ত কৌশল ব্যবহার করে যাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে আবার তার সীমাবদ্ধতাগুলিও কি, তা বোঝাই হচ্ছে এই পাঠের লক্ষ্য । আমরা জানি কিংবা না জানি, আমরা কিন্তু এক যুদ্ধের মাঝে রয়েছি । প্রতিপক্ষের রণনীতি অবশ্যই আমাদের জানা চাই ।

আপনার জানার জন্য...

বাইবেল থেকে আমরা জানতে পারি যে, শয়তানের মূল লক্ষ্য হল ঈশ্বর এবং মানবজাতির সম্পর্কটিকে বিনষ্ট করা । এদোন উদ্যানে এটাই ছিল তার লক্ষ্য, আজও এটাই তার লক্ষ্য । জগতের মধ্যে কাজ করার এক বিশেষ কৌশল ও পদ্ধতি রয়েছে । তাছাড়াও মানুষের আত্মা জয়ের জন্য ঈশ্বর যুদ্ধ চালাচ্ছেন এবং আমরা রয়েছি ঈশ্বরের নির্দেশাধীন । অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, এই যুদ্ধে আমরা একা নই । শত্রুর কৌশল জানা থাকলে আমাদের সবসময় বিশেষ সাহায্য হবে । আপনার কি জানা দরকার এবং কিভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে জানতে হলে পড়তে থাকুন ।

সূচনা

১) “অশুভ” বা “মন্দ” শব্দটি শুনলে আপনার কি মনে হয়? কোন কোন বিষয়গুলি মন্দ বা অশুভ?

২) আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, জগৎ আজ এক আধ্যাত্মিক যুদ্ধে লিপ্ত? তার কয়েকটি নিদর্শন কি কি?

অধ্যয়ন

❖ **শয়তানের চক্রান্তঃ** শয়তানের তীব্র মনোবাঞ্ছা হল ঈশ্বরের লোকেদের প্রতারণা ও ধ্বংস করা । পবিত্র ও সৎ সমস্ত কিছুরই বিরোধী সে । মানুষের সঙ্গে সহভাগিতার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর তাকে নিজ প্রতিমূর্তী ও সাদৃশ্যে সৃষ্টি করেছিলেন । মানুষ ছিল ঈশ্বরের সৃষ্টির মুকুট আর তাই হয়ে উঠেছিল শয়তানের কোপের পাত্র । ঈশ্বরের অবাধ্য হতে মানুষকে প্রলুব্ধ করার দ্বারা সে ঈশ্বরকেই আঘাত করতে চেয়েছিল, আর সে তা রূপায়িত করেছিল এ কথা ভালমত বুঝেই যে, এতে ঈশ্বর ও মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটা নষ্ট হবে ।

❖ **শয়তানের কীর্তিকলাপঃ** শয়তানের ও তার পিশাচবাহিনীর কার্যকলাপ কি? জগৎকে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে সেগুলি কিভাবে প্রভাবিত করে? অনুবর্তী তালিকাটি পড়ুন । বাইবেলে এই বিষয় সম্পর্কে কিভাবে লেখা হয়েছে যদি দেখতে চান তার সুবিধার্থে শাস্ত্রাংশে সরবরাহ করা হয়েছেঃ

- স্বর্গে আর মর্ত্যে প্রবঞ্চনা (আদিপুস্তক ৩:৩-৫ ও ২ শমূয়েল ১৫:৩-৬ পদ) ।
- নিধন আর নিপীড়ন (মথি ১২:২২, মার্ক ৫:৫, ৯:২২, লূক ৮:২৭-২৯, ১৩:১১-১৭ ও প্রেরিত ১০:৩৮ পদ) ।
- যৌন অশালীনতা ও অপরাধ (ইব্রীয় ১২:১৬ ও ১ করিন্থীয় ৬:১২-২০ পদ) ।
- মানবীয় শাসন ব্যবস্থাগুলির উপর প্রভাব (প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৪, দানিয়েল ১০:১২-২১ ও ২ করিন্থীয় ৪:৪ পদ) ।
- সুসমাচার কার্যে বাধাদান (১ থিষলনীকীয় ২:১৮ ও ইফিষীয় ৬:১২ পদ) ।
- প্রার্থনায় বিঘ্ন সাধন (দানিয়েল ১০:১২-১৩ ও মথি ২৬:৩৮-৪৩ পদ) ।
- ঈশ্বরের লোকদের নাকাল করা (লূক ২২:৩ পদ) ।
- মূর্তী পূজা, মানুষ পূজা, পিশাচতন্ত্র এবং অন্যান্য তন্ত্রচর্চায় উদ্যোগ দেওয়া (গীতসংহিতা ১০৬:৩৫-৩৭, দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:৯-১২, ৩২:১৬-১৭, ১ শমূয়েল ১৫:২৩ ও প্রকাশিত বাক্য ১৮:১২ পদ) ।
- অদ্ভূত কান্ড ও প্রবঞ্চময় কীর্তি ঘটানো (২ থিষলনীকীয় ২:৯ ও প্রকাশিত বাক্য ১৬:১৩-১৪ পদ) ।
- ঈশ্বরের সাক্ষাতে খ্রীষ্টানুসারীদের দুর্নাম ও দোষারোপ করা (রোমীয় ৮:৩৩, ৩৮:৩৯ ও প্রকাশিত বাক্য ১২:১০ পদ) ।

➢ উপরের তালিকা থেকে, আপনার জীবনে বা আপনার এলাকায় বা প্রসারিত জগতে, শয়তানের কাজ কি কি চিহ্নিত করতে পারছেন?

❖ **শয়তান একা কাজ করে নাঃ** সারা শাস্ত্র জুড়ে আমরা শয়তান এবং পিশাচদেরও উল্লেখ দেখি । পিশাচেরা হচ্ছে আসলে ঈশ্বরের সৃষ্ট স্বর্গদূতদের মধ্যে যারা মন্দকে বেছে নিয়েছিল – এদের তাই

পতিত স্বর্গদূত বলেও চিহ্নিত করা হয় । এরা শয়তানের সেবা করে এবং জগতে তারই নির্দেশ রূপায়িত করে থাকে ।

- পিশাচেরা যা যা করতে সক্ষম সে সম্বন্ধে পরবর্তী পদগুলি কি বলছে তা পড়ে লিখে ফেলুনঃ

মথি ৮:২৮-৩৪ পদ	
মার্ক ৫:১-৪ পদ	
মথি ৪:৮ পদ	

- শয়তান ও তার পিশাচ দল অবশ্যই শক্তিশালী । খ্রীষ্টানুসারীদের পক্ষে এই শক্তি সম্পর্কে সচেতন থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । শয়তান পারেঃ
    - মানুষকে ঠকাতে, প্রভাবিত করতে এবং নাকাল করতে ।
    - মানুষকে অতিপ্রাকৃত শক্তি দিতে যাতে তারা অন্যদের হানি করতে পারে ।
    - রোগ-ব্যাধি বা শারীরিক দুরাবস্থা বাধাতে ।
    - তার পিশাচদের দিয়ে মানুষ ও পশুদের উপর ভর করাতে ।
    - বিশ্বের রাষ্ট্রগুলিকে পরিচালনা করতে কারণ সে এখনকার মত এই জগতের রাজা ।

- আমাদের জীবন যেভাবে চালিত করব তা পিশাচদের ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতনতার দ্বারা কিভাবে পরিবর্তিত হতে পারে?

শয়তান কি কি করতে পারে নাঃ জগতে এমন সব অদৃশ্য শক্তি অবস্থান করছে যারা আপনাকে বিরোধিতা ও প্রবঞ্চনা করতে সক্ষম এ কথা ভাবতেও শঙ্কিত হতে হয় । তবু একটা সুসংবাদও অবশ্য আছে! শয়তান ও তার পিশাচদলের কার্যক্ষমতার সীমা রয়েছে আর তাছাড়াও ঈশ্বর আরও বেশি শক্তিধর, যা তিনি প্রসারিত করেন তাঁর নিজস্বদের উদ্ধার করতে । তাঁর মর্ত্যজীবনকালে যীশু বহুজনকে পিশাচের কবল থেকে মুক্ত করেছেন, রোগীদের সুস্থ করেছেন এবং যারা প্রবঞ্চনার শিকার তাদের কাছে সত্য প্রকাশ করেছেন । আমাদের আস্থা রাখতে হবে যে, ঈশ্বর আজও তার চাইতে কম কিছু করবেন না তাঁর পবিত্র-আত্মার মাধ্যমে, যিনি জগতে কর্মরত রয়েছেন ।

- আমাদের জানতে ও মনে রাখতে হবে শয়তান ও তার দলবল কি কি করতে পারে নাঃ

- সে ঈশ্বরের কাছ থেকে মুক্তিপ্রাপ্তদের কেড়ে নিতে পারে না (ইব্রীয় ৬:১৭-২০, ৮:৬ ও ৯:১৫ পদ) ।
- সে কাউকে পাপ করাতে পারে না – শয়তান দ্বারা আমরা প্রলুব্ধ হতে পারি মাত্র তবু পাপ করা বেছে নেওয়াটা আমাদেরই দায় (১ করিন্থীয় ১০:১৩ ও যাকোব ১:১৪-১৫ পদ) ।
- আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর সে বল প্রয়োগ করতে পারে না (যিহোশূয় ২৪:১৫ পদ) ।
- তার ক্ষমতা ঈশ্বরের দ্বারা খর্বিত ও নিয়ন্ত্রিত । সে মানুষকে কিভাবে আক্রমণ করবে এ ব্যাপারে সে সীমাবদ্ধ- বিশেষতঃ যারা ঈশ্বরের নিজস্ব । কখনও কখনও মনে হয় ঈশ্বর শয়তানের আবেদন মঞ্জুর করেন কিন্তু তাও তিনি করেন শুধুমাত্র যদি তিনি দেখেন যে, সেই পরীক্ষার দ্বারা তাঁর ভক্তের কোন শ্রেয় মঙ্গল আসতে পারে (ইয়োব ১:৬-১২, ২:৩-৬ ও লূক ২২:৩১-৩২ পদ) ।
- সে সৃষ্টি করতে অক্ষম- ঈশ্বরই সবকিছুর রচয়িতা ও স্রষ্টা । তাঁকে অনুসরণ করবে বলে শয়তান কিন্তু পিশাচ সৃষ্টিও করতে পারে না (যোহন ১:৩, রোমীয় ১১:৩৬ ও ১ করিন্থীয় ৮:৬ পদ) ।
- তার অনুচরদের জন্য সে কোন অনন্ত পুরষ্কারও দিতে পারে না (যোহন ১০:৯-১০, ১৬:৩৩ ও রোমীয় ১৫:১৩ পদ) ।
- খ্রীষ্টানুসারীদের উপর শয়তান শাসনও করতে পারে, অবশ্য অবিশ্বাসীদের উপর পারে (কলসীয় ১:১৩ পদ) ।
- শয়তান একই সময়ে সর্বত্র বিরাজ করতে পারে না, সবজান্তা নয়, সর্বশক্তিধরও নয় । সে আমাদের চিন্তাগুলি জানে না, আমাদের ইচ্ছাকে সে বাধ্য করতে পারে না; সেই সব সময়ে আমাদের সঙ্গে থাকে না ।

❖ **ঈশ্বরের উদ্ধার-যোজনাঃ** এদোনের ঘটনার পরে, ঈশ্বর জানতেন যদি মন্দকে সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট করেন, পাপী মানবজাতিও তার সঙ্গে ধ্বংস হবে । তার বদলে, এমন এক অনবদ্য উদ্ধার অভিযানের পরিকল্পনা করলেন তিনি যার দ্বারা মন্দ-ধ্বংস হবে (১ যোহন ৩:৮ পদ) অথচ মানবজাতি অন্যদিকে সংরক্ষিত থাকবে যতক্ষণ না তারা ক্ষমা লাভ করতে পারে ।

➢ ঈশ্বরের বাহিনীভুক্ত সেনানী হিসাবে আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে ঈশ্বরের আদেশ নিয়ে তাঁর অভিযান বাস্তবায়িত করি । ঈশ্বরের পরিকল্পনা হল মানুষকে শয়তানের ফাঁদ থেকে উদ্ধার করা এবং তাঁকে যারা অনুসরণ করবে তাদের নিয়ে নিজের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা ।

➢ ঈশ্বরের পরিকল্পনা হচ্ছে একক মানুষকে মুক্ত করা, অন্ধকার থেকে তাদের উদ্ধার করা এবং তাঁর গৌরবোজ্জল রাজ্যে তাদের নিয়ে আসা । কালের অন্তে, শয়তান ও তার পিশাচদের চিরতরে একবারেই পরাস্ত হবে এবং তাদের বিদ্রোহের জন্য দন্ড প্রাপ্ত হবে ।

➢ ব্যক্তিবিশেষকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরের উদ্ধার-যোজনায় আমরা কি করে সামিল হতে পারি? ঈশ্বরের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আমরা কি করতে পারি?

❖ **যুদ্ধে আমাদের স্থানঃ** প্রার্থনা, সুসমাচার প্রচার এবং আমাদের জীবনে শয়তানকে পা রাখার জায়গা বা কর্তৃত্ব ফলাবার সুযোগ দিতে পারে এমন বিষয়ে সচেতন থাকার দ্বারা ঈশ্বরের শত্রুদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ চালাতে পারি । 'দুর্গসমূহ' (অর্থাৎ ঘাঁটি) শব্দটি নূতন নিয়মে একবারই ব্যবহৃত হয়েছে শয়তানের একটা ডেরা, গড় বা শিবির বোঝাতে । এটি কিন্তু আমাদের উপর রাজত্ব করার মত যে কোন কিছুকে আমরা সুযোগ দিই সেটাই হতে পারে ।

➢ ২ করিন্থীয় ১০:৩-৪ পদ পড়ুন । যে আধ্যাত্মিক যুদ্ধে আমরা লিপ্ত রয়েছি সে সম্বন্ধে পদ দু'টি কি বলছে?

এই অংশ থেকে আমরা জানতে পারি যে, আমাদের যুদ্ধ এই জগতের বিরুদ্ধে নয়, আমাদের অস্ত্রশস্ত্র শারীরিক বা বাহ্যিক নয় এবং আমাদের শক্তি শুধুমাত্র ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে । জিজ্ঞাসা করার পক্ষে এটি এক যথার্থ প্রশ্ন - আমাদের জীবনে শত্রুর দুর্গসমূহ কি কি?

➢ পৈশাচিক দূর্গ সমূহের উদাহরণঃ ঈশ্বরের কাছ থেকে কোন ব্যক্তিকে সরিয়ে নিতে পারে এমন যে কোন কিছুই শত্রুর দুর্গ বা ঘাঁটি হতে পারে ।

- যে কোন প্রকারের শক্তিহীন ধার্মিকতা (মিথ্যা ধর্ম) (২ তীমথিয় ৩:৫ পদ) ।
- অবাধ্যতার আত্মা (কলসীয় ৩:৬ ও ১থিষলনীকীয় ১:৮ পদ) ।
- ঈশ্বরের সত্যকে অগ্রাহ্যকারী জগতের যে কোন ব্যবস্থা (রোমীয় ১:১৮-২৩ পদ) ।
- যে কোন প্রকারের পৌত্তলিকতা (যা আসলে পিশাচ-পূজা) (গীতসংহিতা ১০৬:৩৩-৩৭, সখরিয় ১০:২ ও ১ করিন্থীয় ১০:১৯-২০ পদ) ।
- ঈশ্বর কে, এ সম্বন্ধে এক ভুল ধারণা কিংবা আমরা কে, সে সম্বন্ধে এক ভুল ধারণা ।
- ভয়, ঈর্ষা, বিদ্বেষ, হিংসা, কামচারিতা, অনুযোগ, কোপ ইত্যাদি হল আমাদের এমন আচরণ যা শয়তানকে সুযোগ দেয় আমাদের ফাঁদে ফেলতে (১ যোহন ৪:১৮, হিতোপদেশ ৬:১৬-১৯ ও রোমীয় ১৬:১৭-১৮ পদ) ।

➢ উপরের তালিকাটি নিয়ে ভেবে দেখুন । এই ঘাঁটিগুলির কোনটিকে কি নিজের জীবনে আপনি বজায় থাকতে দিয়েছেন? বিশ্বাসবর্জিত ধর্মীয় ক্রিয়া-কর্ম, এই জগতের কোন ব্যবস্থা বা মূর্তীপূজার উপর কি আপনি এখনও ভরসা রাখছেন? অবাধ্যতার বা ভয়ের কোন আত্মা কি আপনার মধ্যে রয়েছে যার জন্য আপনার উচিৎ অনুতাপ করা?

- **ঐশ্বরিক দুর্গসমূহঃ** আমাদের জীবনে শয়তানের শক্তিশালী ঘাঁটির চাইতে বরং ঈশ্বরের শক্তিশালী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা উচিৎ । আমাদের নিয়ন্ত্রণভার ঈশ্বরকে অর্পণ করা উচিৎ । আমরা ঈশ্বরের প্রতি ফিরতে পারি ঈশ্বরের প্রকৃতি সম্বন্ধে নিজেদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে, তাঁর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থেকে এবং ঐ শক্তির কেন্দ্রগুলির অভ্যন্তর থেকে প্রার্থনা করে ।

  - দুর্গ সংক্রান্ত নীচের পদগুলি খুলে দেখে নিন এবং ওগুলির সম্বন্ধে বাইবেল আমাদের যা বলছে লিখে ফেলুনঃ

ঈশ্বরের নাম গীতসংহিতা ৯:১০, ১ শমূয়েল ১৭:৪৫ ও গীতসংহিতা ২০:৬-৭ পদ	
ঈশ্বরের বাক্য গীতসংহিতা ১৮:৩০ ও ইব্রীয় ৪:১২ পদ	
খ্রীষ্টের রক্ত ইফিষীয় ১:৭ ও প্রকাশিত বাক্য ১:৫ পদ	

সংক্ষেপে

- ঈশ্বরের লোকদের প্রতারণা ও বিনষ্ট করাই শয়তানের চক্রান্ত ।
- শয়তান ও তার পিশাচদলের কাজই হল সুসমাচার কার্যে বাধা দেওয়া, প্রার্থনায় বিঘ্ন দেওয়া, মানুষকে হয়রান করা, পৌত্তলিকতা, প্রেতচর্চা ও অন্যান্য তন্ত্রচর্চায় উদ্যোগ দেওয়া এবং ঈশ্বরের সামনে খ্রীষ্টানুসারীদের বদনাম ও দোষী করা ।
- শয়তান একা কাজ করে না, তাকে সাহায্য করার জন্য রয়েছে তার পতিত দূতদের এক বাহিনী ।
- শয়তান অনেক কিছু করতে পারলেও তা ক্ষমতা সীমিত কিন্তু ঈশ্বরের ক্ষমতা অনেক বেশি ।
- শয়তানের প্রত্যুত্তরে ঈশ্বরের পরিকল্পনা হল একক ব্যক্তিবিশেষকে উদ্ধার করা যারা তাঁর সেবা করবে এবং তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করবে ।
- শয়তানের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ আসলে ঈশ্বরেরই । আমাদের উচিৎ শয়তানের ঘাঁটিগুলি ভেঙে ফেলে ঈশ্বরের দুর্গের শক্তির কেন্দ্রগুলির অবস্থান করা ।

প্রতিফলনের প্রশ্ন

১) এই পাঠে নতুন কি শিখলেন? শয়তান কি করতে পারে বা না পারে সে সম্পর্কে সঠিক শাস্ত্রীয় বিশ্বাস থাকা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

২) দৈনিক ভিত্তিতে শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আমরা কি করতে পারি? আমরা কিভাবে সেগুলি থামাতে বা তার প্রতারণা এড়াতে পারি?